হিন্দু ডাইভোর্স আইন পাশ

শ্রীআদিত্যনাথ দাস প্রণীত

—প্রাপ্তিস্থান—
মহাজাতি সাহিত্য মন্দির
১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬
[ছাতুবাবুর বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পার হইলে ওই রাস্তা পাওয়া যাইবে।]

মূল্য—এক আনা মাত্র।

হিন্দু ডাইভোর্স আইন পাশ

কালের হাওয়ায় ছুটেছে মানুষ চলেছে কলিকাল,
যুগের হাওয়ায় হিন্দুজাতির বদ্‌লেছে রুচী হাল।
এবার হিন্দু আইন ওলট-পালট—ঘট্‌লো বিষম দায়,
হিন্দু কোর্ড বিল পাশে—চমক লেগে যায়।
বিয়ের আইন বদ্‌লে পাশ নূতন করে হ'ল,
মুনী ঋষিদের সেকেলে আইন দরিয়ায় ভেসে গেল।
গোরার দেশের সভ্যতার ঢেউ লাগ্‌লো আমার দেশে,
শাস্ত্রের বিধান উল্টে গেল কলিকালের শেষে।
বহুবিবাহ বন্ধ এবার নূতন আইন পাশ,
বৌ থাক্‌তে কর্‌লে বিয়ে ঘট্‌বে সর্ব্বনাশ!
কথায় কথায় গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে চল্‌বে না করা আর,
এবার আইনে নূতন ব্যবস্থা হয়েছে চমৎকার!
বৌ থাক্‌তে করে যদি কেহ দ্বিতীয় বার বিয়ে,
শুন্‌ছি, আইন নাকি টান্‌বে তারে নাকে দড়ি দিয়ে।
বিচারে হ'বে তার শ্রীঘরে বাস সাজা ভাষণ কড়া,
দু'চার মাস ঘানি টেনে তবে পাবে সে ছাড়া।
আরো শুনি কি ভীষণ কথা শুনে লাগে ত্রাস,
হিন্দু সমাজে হ'ল এবার ডাইভোর্স আইন পাশ।
স্বামী-স্ত্রীতে যাদের হয় না মিল—সংসার করা দায়,
বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাবে তারা—সেলাম দিয়ে পায়।
কংগ্রেসসেবী কিম্বা যার কেন্দ্রীয় সরকারে সার্ভিস করে,
শুন্‌ছি, নূতন বিধান হয়েছে নাকি আরো তাদের তরে

—দুই—

তারা, কুমারে করবে কুমারী বিয়ে বিপত্নীকে বিধবা,
কিম্বা ডাইভোর্স পুরুষ করবে বিয়ে ডাইভোর্স সধবা।
অসবর্ণে এবার চলবে বিবাহ হয়েছে আইন পাশ,
প্রেমিক-প্রেমিকা আর আত্মহত্যা করে করবেনা দেহ নাশ।
এখন মনের সুখে করবে বিবাহ বিভিন্ন জাতিতে ভাই।
হিন্দু জাতিটাকে এক করতে সমাজ বন্ধন শিথিল তাই।
আর গোঁড়ামি চলবে নাকো মাথার টিকি নেড়ে,
সমাজপতির এবার গঙ্গাযাত্রা—সবাই যাবে তেড়ে।
এই সমাজে নারীর 'পরে পীড়ন ছিল কত,
পান থেকে চূণ খসলে অমনি লাঞ্ছনা রীতিমত।
আজীবনটা সমাজ পীড়নে পায় কত নারী বুকে ব্যথা,
এবার, তাদের মুক্ত জীবন পেয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা।
সাবধান হও বৌ-ঠেঙ্গানি দুষমণ স্বামী যত,
বৌকে এবার রাঙ্গালে আঁখি শিক্ষা দেবে রীতিমত।
ডাইভোর্স তখন করে তোমায় খুজবে নূতন বর,
লোকবরে হোক্ কিম্বা তেজোবরে বিয়ে করবে অতঃপর।
আবার উলুধ্বনি শাঁক বাজবে মেয়ের বাপের বাড়ী,
ডাইভোর্স করা বউ সাজবে কনে পরি' বেনারসী সাড়ী।
নহবতখানায় আবার বাজবে সানাই করুণ মিঠা সুরে,
আবার ব্যাণ্ড বাজিয়ে আসবে বর চতুর্দ্দোলায় চড়ে।
এসে, ছাঁদনাতলায় দাঁড়াবে বর এয়োর মুখে উলুধ্বনি,
ফুলের মালা হাতে তখন আসবে নব বধূরাণী।
নূতন বরের গলায় বধূ দেবে মালা হেসে হেসে,
আনন্দে তখন বর বাবাজী ফেলবে খানিক কেশে।

—তিন—

তাই না দেখে ঠান্‌দি এক ধর্‌বে টেনে কান,
বর বাবাজী জিভ বেরিয়ে হ'বে কালী মূর্ত্তিমান।
শ্বাশুড়ীরা এসে কর্‌বে বরণ—শালাজ বৌরা রবে সঙ্গে,
শ্বাশুড়ীদের বরণ শেষে তারা দাঁড়াবে মত্ত রণরঙ্গে।
বরণের নামে অষ্টরম্ভা—কীল ঘুঁসীর নেইকো শেষ,
নাকমলা আর কানমলা হরদ্দম তারা চালাবে বেশ।
শালারা মার্‌বে কোঁচায় টান, শালীরা ধরি' কাছা,
ডাইভোর্স করা জামাইবাবুর প্রাণ—সামাল সামাল বাঁচা
তারপর বর বধূর হ'বে মালা বদল শুভদৃষ্টি অনুষ্ঠান,
নব বধূর মুচ্‌কী হাসি দেখে বরের ঠাণ্ডা হ'বে প্রাণ।
কানের জ্বালা মিট্‌বে তখন—গায়ের যত ব্যথা,
বাসর ঘরে হ'বে যখন দু'চারটে রসের কথা।
ফুলসজ্জা রাত্রে হ'বে সব ব্যথার অবসান,
বর বধূতে হ'বে যখন প্রাণে প্রাণে মিলন।
কিন্তু পরে ঘর-সংসারে যদি ঘটে মতান্তর,
কিম্বা শ্বশুর শ্বাশুড়ী দেয় জ্বালা-যন্ত্রণা অতঃপর।
তখন বধূ স্বামীকে পুনঃ ডাইভোর্স করে তবে,
পুনঃ নূতন বর খুঁজে নেবে যে মনের মত হবে।
বৌ যদি হয় দুশ্চরিত্রা অতি, শোনেনা স্বামীর কথা
তেমন বৌকে তালাক দিয়ে স্বামী ঘুচাবে মনের ব্যথা।
তখন স্বামী আন্‌বে আবার ড্যাডাং বাড্যি করে,
বিধবা কিম্বা ডাইভোর্স সধবা 'নিকে' করে বৌ ঘরে।
বাহবা মজার আইন পাশ্‌ হিন্দু সমাজে হলো,
এবার দুষমণ স্বামী শাসন হ'বে শ্বশুর শ্বাশুড়ীগুলো।
বৌ ঠেঙ্গানি চল্‌বে না আর চুলের মুঠো ধরে,
শ্বাশুড়ীদের চোখ রাঙ্গানি চল্‌বে না আর ঘরে।
হাড় জ্বালানি ননদিনীর বাক্যে বিষবাণ,
কথার কামড়ে অঙ্গ জ্বলে' রি রি করে' প্রাণ।

—চার—

স্বামী শ্বশুরের অত্যাচার জীবনভরা জ্বালা,
আর সইবে না আমার দেশে এখন হিন্দুবালা।
বধূ-নিগ্রহ আমার দেশে ঘটেছে কত ভাই!
হিন্দু আইন বদ্‌লে পাশ হ'ল আজি তাই।
আর চল্‌বে না ইচ্ছামত বৌয়ের 'পরে জুলুমবাজী,
ডাইভোর্স আইনে ঠাণ্ডা হবে যত সব শয়তান পাজী।

হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাশ

৪ঠা মে লোকসভায় হিন্দু বিবাহ-বিলের অন্তর্গত বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত ধারা ১৫০—২০ ভোটে পাশ হইয়া যায়।

বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে আলোচনা কালে শ্রী এন. সি চাটার্জ্জি—ব্যাভিচারের জন্য যাহার বিবাহ-বিচ্ছেদ হইয়াছে, সে যাহাতে পুনরায় বিবাহ করিতে না পারে, তাহার প্রস্তাব করেন। তিনি গোড়া হইতেই বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন। তিনি আরো বলেন যে, এই বিল পাশে "স্বামী-পরিত্যক্তা স্ত্রী"র সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং যে সব পুরুষ নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদের সুযোগ লইতে চাহে—এই বিল তাহাদের 'অধিকতর অধিকার' দিবে। তিনি আরও বলেন বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন নারী জাতির অপকার করিয়াছে।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী (কম্যুনিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ) বিবাহ-বিচ্ছেদ বিধান সমর্থন করিয়া বলেন যে, আদালত কর্ত্তৃক পৃথক পৃথক অবস্থানের নির্দ্দেশ দানের পরিবর্ত্তে স্ত্রী-পরিত্যাগ ও নিষ্ঠুরতাকে বিবাহ-বিচ্ছেদের হেতু বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন (কংগ্রেস) বলেন যে, এক-বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ একই সঙ্গে কিভাবে স্থান পাইতে

পারে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। যাহারা বিবাহ-বিচ্ছেদ চাহে, তাহারা বিশেষ বিবাহ আইনের আশ্রয় লইতে পারে। শ্রীট্যাণ্ডন বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেন, একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া পাতিব্রতকে এত উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে!

বিতর্কের উত্তরে আইন মন্ত্রী শ্রী এইচ, ভি, পটাশকর বলেন, "প্রথা অনুসারে দেশের শতকরা ৮ জনের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের রীতি বিদ্যমান থাকিলেও যদি আমাদের সংস্কৃতি ধ্বংস না হইয়া থাকে, তবে অবশিষ্ট লোকদেরও তাহাদের সমপর্য্যায়ে আনিলে সংস্কৃতি ধ্বংস হইবার কারণ থাকিতে পারে না।"

তিনি আরও বলেন যে, বিলের সমস্ত ধারায় বিবাহ ও বিবাহের স্থায়িত্বের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে, বিবাহ-বিচ্ছেদের উপর নহে। একমাত্র অত্যন্ত জটিল ক্ষেত্রে চরম পন্থা হিসাবেই বিবাহ-বিচ্ছেদের বিধান দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর ৫ই মে লোকসভায় দলনির্বিশেষে সমস্ত সদস্যের হর্ষধ্বনি ও অভিনন্দনের মধ্যে হিন্দু বিবাহ বিলের সমুদয় ধারা পাশ হইয়া যায়।

হিন্দু বিবাহ বিলের সমর্থনে শ্রীনেহেরুর বক্তৃতা

শ্রীনেহেরু বলের, আলোচ্য বিলটি তিনি এই কারণে সমর্থন করেন যে, সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও সুকঠোর বিধিনিষেধের অচলায়তন উল্লঙ্ঘনের এইটিই প্রথম প্রয়াস।

তিনি আরও বলেন, "আপনারা যদি আইনের বল সমাজের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় বিধিনিষেধের বোঝা চাপাইয়া দেন, তবে গোটা সমাজ ব্যবস্থাই যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে সে বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

বিলে বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত ধারা সন্নিবেশিত হইলে সমাজে স্বেচ্ছাচারিতার স্রোত বহিবে বলিয়া কয়েকজন সদস্য

যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী উহাকে অলীক ও ভিত্তিহীন বলিয়া বর্ণনা করেন।

প্রধান মন্ত্রী স্বীকার করেন যে, ভারতীয় নারীদের, বিশেষতঃ উচ্চস্তরের নারীদের অবস্থা পূর্ব্বের তুলনায় এখন অনেক খারাপ। কাজেই তাহাদের অবস্থার উন্নতিই তাঁহার কাম্য শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা করায়ত্ত হইলেই সবটুকু পাওয়া হইল না। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দরকার। যুগের হাওয়ার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে কোন একটা জায়গা হইতে কাজ সুরু করিতে হইবে।

হিন্দু বিবাহকে একটি পবিত্র নৈতিক সংস্কার বলিয়া হিন্দু মহাসভা নেতা শ্রী এন, সি, চ্যাটার্জী যে উক্তি করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া প্রধান মন্ত্রী বলেন—নৈতিক সংস্কার জিনিষটা আসলে কি? ইহার অর্থই বা কি? একজন বলিয়াছেন যে, হিন্দু বিবাহের একটা ধর্মীয় তাৎপর্য্য আছে—ইহা ধর্ম্মানুষ্ঠান বিশেষ। কেহই তাহা অস্বীকার করিতেছেন না। কিন্তু তার অর্থ ইহা নয় যে, দুইটি নর নারীকে একই সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হইল —তারপর তাহারা কামড়াকামড়ি করুক, পরস্পরকে ঘৃণা করুক, চাই কি একে অন্যের জীবনকে অসহ্য নরক করিয়াই তুলুক। তিনি মনে করেন, শুধু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিতর নহে, প্রত্যেক মানুষের সহিত সম্পর্কের মধ্যেই এই পবিত্র নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকা দরকার। অন্যথায় মানবিক সম্পর্ক ভীতিজনক হইয়া উঠিবে।

তিনি বলেন, পূর্ব্বতন সংসদে হিন্দু সংহিতা বিল উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু উহার সুবৃহৎ আয়তনের জন্য গভর্ণমেণ্ট তখন স্থির করেন যে, গোটা সংহিতাটিকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ক্রমান্বয়ে সেগুলি গ্রহণ করা হইবে। আলোচ্য বিলই গভর্ণমেণ্টের প্রথম প্রচেষ্টা। অন্যান্য বিলগুলি ক্রমে ক্রমে উত্থাপনের ইচ্ছা তাঁহাদের আছে।

প্রধান মন্ত্রী দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, হিন্দু আইন কোন কালেই অপরিবর্ত্তনীয় ছিল না, ইহা বরাবরই সম্প্রসারণশীল। যুগ প্রবাহের সহিত তাল রাখিয়া হিন্দু আইনের পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজন বারংবার অনুভূত হইয়াছে বলিয়া প্রাচীন কাল হইতেই ইহার প্রকৃতি সম্প্রসারণশীল রাখা হইয়াছে। অনেক সদস্য মনু, যাজ্ঞবল্ক ও অন্যান্য মুনিঋষিকে আলোচনার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ অর্থহীন। তাঁহারা সব মহাপুরুষ ছিলেন এবং যুগোপযোগী করিয়া নিজেদের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু দুই হাজার বৎসর আগেকার ভারতবর্ষের সহিত আজিকার ভারতবর্ষের মিল খুঁজিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নহে।

সীতা-সাবিত্রীর আদর্শের উল্লেখ করিয়া প্রধান মন্ত্রী বলেন, "সীতা ও সাবিত্রীব আদর্শের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু রামচন্দ্র বা সত্যবানের আদর্শ কেহ কোন সদস্যকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে বলিয়া তো মনে হয় না। নারীজাতিকে সীতা ও সাবিত্রীর আদর্শ স্মরণে রাখিতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, কিন্তু পুরুষের বেলায় কোন দোষ নাই। তাহারা যেমন খুসী তেমন করিবে। ভারতীয় নারী দেশের মর্য্যাদা সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন ; এজন্য আমি তাঁহাদিগকে গভীর শ্রদ্ধা করি। ভারতীয় নারীরা বিদেশে গিয়া এমন কিছু করিয়াছেন, যাহাতে ভারতের সম্মান ও মর্য্যাদাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্তুতঃ ভারতীয় নারীজাতিই ভারতের সভ্যতার প্রতীক, পুরুষেরা নহে। ভারতের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি দুইই জীবন্ত ও গতিশীল। স্ফুরন ও বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করিলে দেশের প্রগতি ও পরিপুষ্টি ব্যহত হইতে বাধ্য।"

আঃ বাঃ—৪ঠা মে ১৯৫৫

প্রিন্টার—শ্রীসন্তোষ কুমার দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস" ১৬৮।১সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।